৪৪

সরস

কার্টুন

আগস্ট ১৯৯৩

হেসে খুন হতে পাঁচ টাকা লাগবে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

সহজ সংস্কৃত শিক্ষা / সুকুমার

বাঁচতে হলে হাসতে হবে, হাসতে হলে পড়তে হবে

সরস কার্টুন

পনের থেকে পঁচানব্বই সকলের জন্য হাসির একমাত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা **৪৪** আগস্ট ১৯৯৩

সম্পাদক **সুকুমার রায় চৌধুরী**

সরস কার্টুন
৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১
ফোন : ৪২-৫৭৪৪

জেনে রাখা ভালো

জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর এই এক বছরের গ্রাহক মূল্য সত্তর (৭০) টাকা। যে কোনও মাস থেকে গ্রাহক হলেও জানুয়ারী সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাবেন। আংশিক সময়ের জন্য গ্রাহক হলে প্রতি সংখ্যা ৫ টাকা ও পূজা সংখ্যা ২০ টাকা হিসেবে গ্রাহক মূল্য দিতে পারেন (যেমন জুলাই-ডিসেম্বর ৪০ টাকা, আগস্ট—ডিসেম্বর ৩৫ টাকা ইত্যাদি)।

গ্রাহক মূল্য ফেরৎযোগ্য নয়। সাধারণ ডাকে প্রতি সংখ্যা একবারই পাঠানো হবে। ডাকের গোলমালে পত্রিকা না পেলে আমার দায়ী নই।

লেখা বা কার্টুন ভাল হলেই ছাপবো, তবে মাফ করবেন পারিশ্রমিক দিতে পারব না। অবশ্য সৌজন্য সংখ্যা পাবেন।

আর লেখা বা কার্টুন মনোনীত হ'ল কিনা বা হলে কোন্ সংখ্যায় ছাপা হবে তা তো এতজনকে লিখে জানানো যাবে না? তাই সঙ্গে খাম পোস্টকার্ড দেবেন না।

আর কপি রেখে পাঠাবেন

কেন না লেখা বা কার্টুন ফেরৎ পাঠানো হবে না। কার্টুন অবশ্যই চাইনিজ ইঙ্কে আঁকবেন নইলে ছাপা যাবে না আর নাম ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন লেখা বা কার্টুনের সঙ্গে।

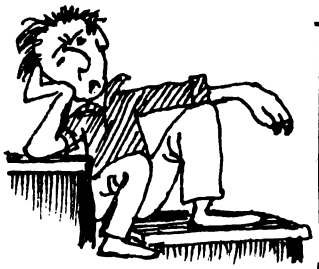

সূচীপত্র

হাসির গল্প ঃ

৮ ঃ আ তু পুতুর ইতিকথা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
১৬ ঃ জটায়ু ঘুম ঃ তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়
২৮ ঃ মেঘের পরে রোদ্দুর ঃ পরিচয় গুপ্ত

লঘুপাক ঃ

১৩ ঃ হাসিটুন
২২ ঃ আড়াই টাকা ঃ উজ্জ্বলকান্তি সেন
২৬ ঃ স্বপন যদি মধুর এমন ঃ গোরাচাঁদ চক্রবর্তী

ফিচার ঃ

৪ ঃ আড়চোখে ঃ লক্ষ্মীট্যারা
২৩ ঃ পত্রাঘাত ঃ শ্রীরসময় সর্বজ্ঞ

বাংলাদেশের কার্টুন ফিচার ঃ

৬ ঃ সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম ঃ তারিকুল ইসলাম
১৪ ঃ কয়েকটি বেদনা-বিধুর বাসর রাত ঃ জাকির

পূর্ণপৃষ্ঠা কার্টুন ঃ

২য় কভার ঃ সহজ সংস্কৃত শিক্ষা ঃ সুকুমার
২৭ ঃ রক্ত দিন ঃ শুভজিৎ সিন্‌হা
৩য় কভার ঃ সহজ সংস্কৃত ঃ সুকুমার

এছাড়া যাদের কার্টুন আছে ঃ

ডাকু, রবীন ভট্টাচার্য, সুকুমার, ওমিও, তুকাচ, পিজি, শৈল চক্রবর্তী অমল চক্রবর্তী ও চণ্ডী লাহিড়ী

ছড়া লিখেছেন ঃ

২৪ ঃ মধুসূদন পাল, দিগম্বর দাশগুপ্ত ও মিতা ঘোষ রায়
২৫ ঃ দেবাশিস বাগচী

অলংকরণ ঃ পার্থ মিত্র (ডাকু) ও সুকুমার রায় চৌধুরী

প্রচ্ছদ কার্টুন ঃ সমরজিৎ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন ঃ সুকুমার রায় চৌধুরী।

আড়চোখে

লক্ষ্মীট্যারা

অন্তর্দলীয় কোঁদল থেকে বিজেপিও যে পুরোপুরি মুক্ত নয়, একথা কবুল করেছেন তাদের সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবানী।—সংবাদ

● **এতো সহজ কথা ! দল থাকলেই কোঁদল থাকবে।**

পুরসভার নির্বাচনে হাবড়ায় দলের ভরাডুবির কারণ ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট দেবার জন্য সিপিএম নেতৃত্ব দলের বিধায়ক নন্দী করকে নির্দেশ দিয়েছেন কারণ তিনি দলের পক্ষ থেকে হাবড়ায় নির্বাচনী কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।—সংবাদ।

● **দেখুন দেখি কি অন্যায় কথা ! সবাই কি আর সব জায়গায় অত লোক জোগাড় করতে পারে ?**

জাপানের কলঙ্কিত প্রধানমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়ার নেতৃত্বে ভোটে জেতা যাবে না বলে সম্ভবতঃ প্রধানমন্ত্রী বদল হতে চলেছে জাপানে।—সংবাদ।

● **হুঁ হুঁ বাবা, এটা কি ভারতবর্ষ পেয়েছ ?**

জ্যোতি বসু কেন তাঁর পদত্যাগ চাইছেন বুঝতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী।—সংবাদ।

● **পরের গদি তো ! তাই—**

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এক কোটি টাকা দিয়েছেন বলে হর্ষদ মেহতা যে অভিযোগ করেছেন তার বিরুদ্ধে দলের সবাই এক কাট্টা হয়ে প্রধান মন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়েছেন।—সংবাদ।

● **উপায় কি ? শেষে যদি বাকী সকলকে টাকা দেবার অভিযোগ ওঠে ?**

পুরসভাগুলিকে সরকারী অনুদান দেওয়া বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন পুরসভা অর্থ কমিশন।—সংবাদ।

● **রয়েই গেল ! বাড়ীর মালিকরা থাকতে অর্থের অভাব ?**

অবশেষে বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ রাজ্য সরকার জোর করে দাহ করলেন।—সংবাদ।

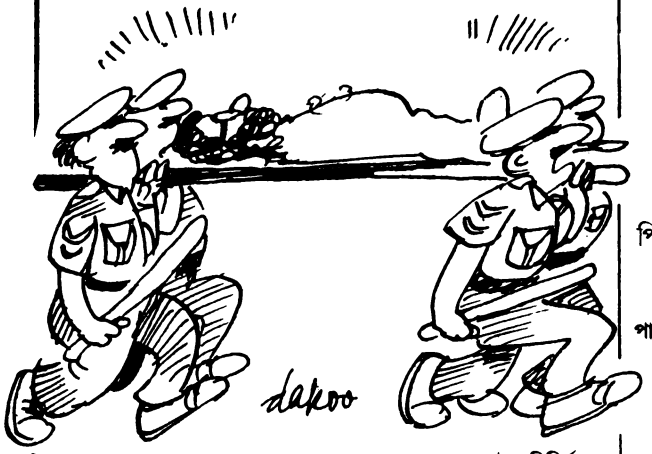

● **নাঃ, এঁদের জন্যে এই সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে যে একটু "নির্বিকল্প সমাধিতে" থাকবেন তারও জো নেই!**

রেশন কার্ডের জন্য বিধায়কদের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেবার অধিকার আইনে নেই বলে স্পীকার রাজ্য বিধানসভায় মন্তব্য করেছেন—সংবাদ।

● **বাঃ, তাহলে ভোটার বাড়বে কেমন করে?**

---

৮৩ জন নিষিদ্ধ জনযুদ্ধ গোষ্ঠির নকশালের মাথার দাম পৌনে চার কোটি টাকা ধার্য করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার।—সংবাদ।

● **কি অপচয়! আমাদের মত কোটি কোটি মাথাওয়ালা লোকের বদলে মাত্র ৮৩টি নিষিদ্ধ মাথার অত দাম দেওয়া কি উচিত হচ্ছে?**

পিয়ারলেস কর্মীরা সরকারী অধিগ্রহণ চান।—সংবাদ।

● **সঠিক সিদ্ধান্ত! কতদিন আর খেটে খাবেন,এবার একটু হাত পা ছড়িয়ে আরামে বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে হলে সরকারী অধিগ্রহণ ছাড়া উপায় কি?**

প্রি ওয়ার্লড কাপে লেবাননের কাছে কম গোলে হারায় ভারতীয় ফুটবলাররা খুশি।—সংবাদ।

● **তা এ নিয়ে একটা জাতীয় উৎসব করা যায় না?**

জাতপাত নিয়ে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছেএখন সি পি এম এর দৈনিক পত্রিকায়।—সংবাদ।

● **বি জে পি বা মুসলিম লীগ জাত ভাঙ্গিয়ে খায় বলে আর কেউ তা পারবেনা এমন কথা থাকতে পারে কি এই গনতান্ত্রিক দেশে?**

এইবার কেন পশ্চিমবঙ্গে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে রাজ্য সরকার এখনও সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারেন নি।—সংবাদ।

● **বাঃ বুঝবেন কি করে? পঞ্চায়েত নির্বাচনে চলছিল না?**

নিজেকে একবার 'সীতা' ও একবার 'সন্ন্যাসী' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।—সংবাদ।

● **তা বলুন, তবে নিজেকে ভীম না বললেই কুরুর শতপুত্র জনগণ অন্ততঃ প্রাণে বেঁচে যান।**

এই দিনতো দিন নয় আরো দিন আছে। এই দিনেরে নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে.... তো সেই দিন কবে আসবে? যে দিন না চাইতেই অনেক কিছু আপনিই এসে ধরা দিবে এমনি কিছু অলৌকিক ঘটনা নিয়ে উন্মাদের ফিচার

সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম

শিল্পী তারিকুল ইসলাম

আপনার এ মাসের গ্যাসের হিসাব নিকাশে দেখা যাচ্ছে আপনার মিটার রিডিং এসেছে ২৫০ ইউনিট। এর মধ্যে গ্যাস লিকেজের কারণে ১৫০ ইউনিট মিটারের গড়বড়ে ৫০ ইউনিট বাকী ৫০ ইউনিট গ্যাস খরচে আপনার হাড়ি পাতিল নষ্ট হয়েছে ১ ডজন। এর মধ্যে একদিন লাইনে পানি আসায় আপনার স্ত্রী ভিজে গিয়ে নিমুনিয়ায় ৬ দিন হাসপাতালে ছিলেন এ খবর আমাদের ফাইলে আছে... তো আপনার এ মাসের বিলের এগেনষ্টে আমরা আপনার স্ত্রীর মেডিক্যাল এ্যালাউন্স বাবদ ৬৪০ টাকা একসেট নতুন হাড়ি-পাতিল ক্রয় বাবদ.... ১২০০ টাকার এই চেকটা রাখুন.....

আমি ওয়াসা থেকে এসেছি... দেখুন আমরা হিসেব করে দেখেছি... আপনার এলাকায় আমাদের সাপ্লাই বন্ধ ছিল ১০ দিন... পানির প্রেসার কম থাকায় শুধু বিকেলে পানি এসেছে ৬ দিন..... এবং আমরা এও খবর পেয়েছি বিকেলে গোসল করে আপনার স্ত্রী জ্বরে ভুগছেন পুরো ১ হপ্তা... তাছাড়াও খাওয়ার পানির সঙ্গে সুয়েরেজের লাইনের ক্রস কানেকশনের ফলে কলেরায় আপনার বড় ছেলে এবং মেজ মেয়ে মহাখালীতে চিকিৎসাধীন.... তো আমার প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক দুঃখিত... তবে গত মাসের বকেয়া বিল সহ আগামী ছয় মাসের বিল আপনাকে মাফ করে দেয়া হল.... সেই সঙ্গে আমাদের গ্রাহক হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে অভিনন্দ পত্র।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এসেছি... গত মাসে এ এলাকায় লোড শেডিং ছিল মোট ৩২০ ঘন্টা... ভোল্টেজ আপ-ডাউন হওয়ার ফলে খবর পেয়েছি আপনার স্ট্যাবিলাইজারসহ ফ্রিজ আর TV দুটোই কনডম হয়ে গেছে... তো আপনার ফ্রিজ TV স্ট্যাবিলাইজারের মেরামত করার জন্য হ' হাজার টাকার এই চেকটা রাখুন... আর আগামী তিন মাসের বিল দিতে হবে না... ওটা আমরা আমাদের ভতুর্কি খাতে ধরে নেব.....

এইযে আপনার টেলিফোন বিল.. ৩২৫ টাকা.. তবে আমরা মিনিসাইজ করে নিয়েছি.. কারণ গত মাসে ১৬ দিন আপনার ফোন ডেড ছিল... ৫৪টা রং নাম্বার ৭২টা ক্রস কানেকশন... এজন্য আমরা বিশেষ তহবিল কমিশন বসিয়ে হিসেব করে দেখেছি উল্টো আপনি আমাদের কাছে ১২০০ টাকা পাবেন এই নিন ৩২৫ টাকা মাইনাস করে বাকি ৮৭৫....

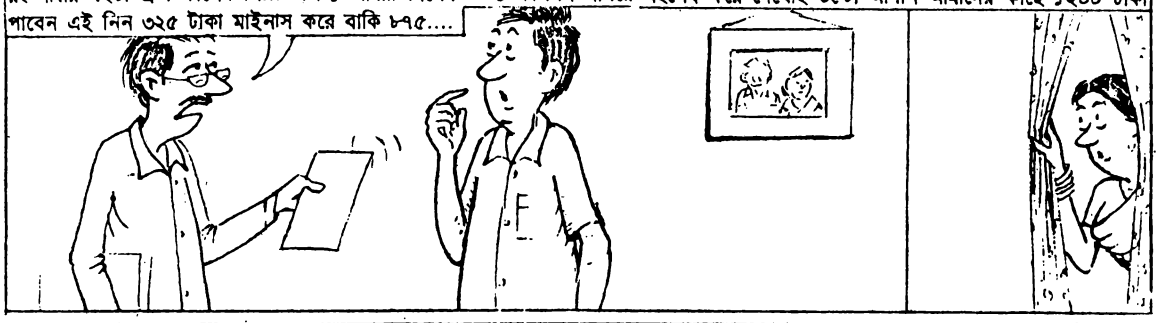

ছিঃ ছিঃ আপনাকে ওসব দিতে হবে না... আমরাই বরং... মানে ফাইলের পেছনে খামাকা ছুটাছুটি করে জুতার তলা খুইয়েছেন... চাঁদির চুল হারিয়েছেন বরং এ চেকটা রাখুন একজোড়া নতুন জুতো আর ২ ফাইল। 101 A চীনা মলম কিনে নিবেন.. আর হ্যাঁ আপনার ফাইলও রেডি.. নিয়ে যাবেন...

T V লাইসেন্স রিনিউ করতে এসেছেন? রিনিউ করতে টাকা লাগবে না। বিনোদনের নামে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে আজকাল। উল্টো আমরাই গ্রাহক পিছু সাদা কালো T V ১২৫ রঙীন ৩০০ টাকা করে জরিমানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি.... নিন আপনার ৩০০ টাকা.... এখানে একটা সই করুন

আপনিই তাহলে উন্মাদের সম্পাদক? আমি হকার্স ইউনিয়ন থেকে এসেছি আপনাদের এ সংখ্যা ৩০০০ কপি ফেরৎ। তো কষ্ট করে ওগুলো আর আপনাদের অফিসে আনার দরকার নেই। নিখিল বাংলাদেশ ঠোঙা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরাই সের দরে বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসেছি। এই নিন ১১০ কেজি উন্মাদের ফেরৎ ইস্যু ৬ টাকা দরে একুনে ৬৬০ টাকার পে অর্ডার.....

আতুপুতুর ইতিকথা

—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সদ্য প্রয়াত শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কৌতুক নাট্য এবং সরস সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন। ষাটের দশকে প্রতি মাসের ৪র্থ রবিবারে তিনি নিজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরিচালনার মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতেন 'বিরূপাক্ষের আসর'। তার রচিত কৌতুক নাটক ও নকশা শ্রোতাদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা পায় তার রঙ্গব্যঙ্গ কথন নিয়ে দু-একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক পত্র পত্রিকায় তিনি পাঠকদের অপূর্ব্ব কিছু সরস গল্পও উপহার দিয়েছেন। উদ্ধৃত গল্পটি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত। বর্তমানে সেটি পুনরায় 'সরস কার্টুনের' পাঠকদের জন্য পরিবেশন করা গেল।

সংগ্রাহক
বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বছর তিরিশ আগেকার কথা। আমাদের আপিসের সহকর্মী আতুবাবু পুজোর ছুটির কিছু আগে আমায় এসে বললেন, কি মশাই, পুজোর সময় বাইরে টাইরে যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

আমি বললুম, মাপ করুন, এই ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে-ওঠা আমার পোষাবে না।

আতুবাবু বলে উঠলেন, আরে মশাই, সেজন্যে ভাবছেন কেন, অল্প পয়সায় বেশ বহাল তবিয়তে মাসখানেক ঘুরে আসবেন, তারপর শরীর এই ফুলে যাবে! যাওয়ার কোন কষ্ট নেই, সকালে দশটায় ট্রেনে উঠবেন, বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, গন্তব্য স্থানটা কোথায়?

—এই তো কাছে, দেওঘরে। বাড়িভাড়া লাগবে না, খাওয়া-দাওয়ার খরচা নেই, রান্না-বান্নার হাঙ্গামা আপনাকে পোয়াতে হবে না, বাজার দোকান কোথাও যেতে হবে না, শুধু বেড়াবেন আর খাবেন। দেখবেন, ওখানকার হাওয়া গায়ে লাগতে না-লাগতে কি খিদে বাড়ে।

আমি বললম, না মশাই, বেশী খাওয়া, আমার সহ্য হবে না—জানেন তো. আমি পেট-রোগা মানুষ।

আতুবাবু হেসে বললেন, সেই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাওয়া আমাদের। একা মানুষ, চিরদিন মেসবাড়ির রান্না খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে জখম করে ফেলেছেন,

সে তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—তাই তো আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আমরা।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আমরা মানে? আপনার ফ্যামিলি তো যাচ্ছে শুধু।

—শুধু আমার ফ্যামিলি কেন মশাই, পুতুর ফ্যামিলিও তো যাচ্ছে। সেই তো বাড়ি যোগাড় করেছে।

পুতুর ফ্যামিলি যাচ্ছে শুনে আমি একটু দমে গেলুম—কারণ আতুবাবুর বিপরীত পুতুবাবু। আতুবাবু একটু বকেন বেশী কিন্তু মনটা সাদা, আর পুতুবাবু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও—দুর্দান্ত প্রকৃতির, আর সর্বদা নিজের গোষ্ঠীবর্গের সুবিধের জন্যে ব্যস্ত—তাই তাঁর ফ্যামিলিও যাচ্ছেন শুনে সভয়ে বলে উঠলুম,—মাপ করুন আতুবাবু, আমায় বাদ দিন—আর পারেন তো আপনিও বাড়ির সবাইকে নিয়ে অন্য জায়গায় ঘুরে আসুন! কথাটা রূঢ় শোনালেও বন্ধুর সৎপরামর্শ শুনুন।

আতুবাবু ভুরু কুঁচকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বলুন তো? পুতু আমার বুজুম ফ্রেণ্ড, ও একটু রগচটা হলেও লোক হিসেবে ওর তুলনা নেই। তাছাড়া ওর ছেলেপুলেগুলো কি চালাক চটপটে, বরং আমার গুলো একটু মেদামারা। ওরা সঙ্গে থাকলে দেখবেন একেবারে বাড়ি জমজমাট হয়ে থাকবে। তাছাড়া পুতুর বউ আর আমার বউ—একেবারে বলতে গেলে এক আত্মা, এক প্রাণ। এর মধ্যে ওর সঙ্গে না-যাবার কি আছে?

আমি বললুম, দেখুন, আপনি যা বলছেন আমি সবই মানছি, কিন্তু তবু বলবো, এক মাস দেড় মাস অন্য ফ্যামিলির সঙ্গে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে থাকলেই হাঙ্গামায় পড়বেন। পৃথিবীতে দুটো ফ্যামিলি এক জায়গায় অতদিন থাকলেই বন্ধুত্বে চিড় খেয়ে যায় মশাই—এ আমি দেখেছি।

আতুবাবু আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন থামুন মশাই—আপনি যে কত দেখেছেন সে তো আমরাও দেখছি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত তো বিয়েই করলেন না, আর নিজের ফ্যামিলি বলতে তো আপনার এক বুড়ী পিসী ছাড়া তিনকুলে কেউ নেই—অতএব আপনার অভিজ্ঞতা মেনে নিই কি করে?

আমি ঢোঁক গিলে বললুম, তা বটে!—বেশ, এবার নির্ঝঞ্ঝাটে তাহলে আপনারা ঘুরে আসুন, তার পরের বার আপনাদের সঙ্গে আমিও নয় একবার ঘুরে আসবো।

মাথা নেড়ে আতুবাবু বলতে লাগলেন, না মশাই, এইবারেই যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আপনার সঙ্গও আমরা চাই। ছেলেমানুষ আপনি—এই বয়েসে

আপনি কোথায় তেনজিংয়ের মত এভারেস্টে উঠবেন নামবেন—তা নয়, ঘরের কোণে বসে, ছুটির দিনে চিৎ হয়ে শুধু দিনের বেলায় ঘুমুবেন তো? ওসব হবে না —এবার যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে!

আতুবাবুর লেক্‌চারের মাঝখানেই পুতুবাবুর আবির্ভাব ঘটল। পুতুবাবুর ইয়া মোটা চেহারা আর আতুবাবু ঠিক আমারই মত পিঙ্‌খাড়ু রোগাপটকা! এর ওপর পুতুবাবুর গোঁফটা যাত্রার দলের দুর্যোধনের মত দুধারে ফুলকো—শেষ দিক দুটো সরু আর হাতির শুঁড়ের মত পাকানো। রংটি শ্যামবর্ণ। আতুবাবুর গোঁফদাড়ি কিছুই নেই—মুখখানি অনেকটা বাংলা পাঁচের মত, রং ঠিক গৌরও নয় শ্যামও নয়—রাধা বর্ণ বলতে পারা যায়। পেতলের অনেক দিনের ধোয়া-মোছা হয়নি যেমন দু একটি রাধা থাকেন না—ঠিক সেই রকম আর কি।

এঁদের দুজনের যে এত ঘনিষ্ঠতা কি করে হল তা ঈশ্বর জানেন। দুই পরিবারেরই এঁর ওঁর বাড়িতে যাতায়াত মাসের মধ্যে একদিন দুদিন আছেই। এঁর গিন্নীর সঙ্গে ওঁর গিন্নীর, এঁর ছেলেদের সঙ্গে ওঁর ছেলেদের, যথেষ্ট পরিচয়—তবে একসঙ্গে কখনও ওঁরা তীর্থধর্ম বা দেশভ্রমণ করেন নি—এইবারই প্রথম যাচ্ছেন।

পুতুবাবুকে আমিও চিনতুম, ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। তবে আতুবাবু আমাদের আপিসে কাজকর্ম করেন ব'লে যতটা ভাব-সাব, ওঁর সঙ্গে ততটা নয়। বন্ধুর বন্ধু হিসাবে যা আলাপ যদিও বয়েসে ওঁরা দুজনেই আমার চেয়ে বড়, তবুও মেলামেশার দৌলতে বন্ধুই বলা যেতে পারে।

যাই হোক, পুতুবাবু এসেই ধপ্ করে আমার সামনের একটা চেয়ারে বসে হেঁড়ে গলায় বলে উঠলেন, তারপর আতু, তুমি তৈরী হচ্ছ তো?

আতুবাবু বললেন, আমি তো তৈরী হয়েই আছি। বাড়িতেও সব গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পুঁটলি, ট্রাঙ্ক আর বিছানার বহর যা বাড়ছে, তাই দেখে ভয় লাগছে যে ওগুলোকে আবার ব্রেক্ ভ্যানে পুরে দিতে হবে কিনা।

পুতুবাবু বললেন, কিস্যু কোথাও পুরতে হবে না, সব সঙ্গে যাবে। আমরা সবসুদ্ধ ধর কজন হচ্ছি? ন্যাংটা, ভটা, গাঁটকাটা আর হড়বড়ে আমার এই চারটে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে বিন্তি। ওদিকে গিন্নী আর তাঁর কোলের ক্যাঁচাটা, মানে বল্টু, আর আমি নিজে—এই তো কজন। আর তোমার হল—

আতুবাবু বলে উঠলেন, আমাকে নিয়ে চার জন—গিন্নী, আমি, গিলগিলে আর খিলখিলে—ব্যস্। আর একটি মাসি আছেন উনিও ধরেছেন যাবেন বলে, ওঁকে নিয়ে হল পাঁচজন।

টেবিলটা চাপড়ে পুতুবাবু বলে উঠলেন, কুছ্ পরোয়া নেই—প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, বেশ আরামসে থাকা যাবে। আরও দু তিনজন গেলেও ক্ষতি নেই।

বুঝছো না, বিদেশ বিভুঁই জায়গা, একটু লোকবল থাকা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আতুবাবু বলে উঠলেন, আরে আমিও তো তাই ভবেশবাবুকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম যে উনিও চলুন আমাদের সঙ্গে। বিনা ভাড়ায় যখন অত বড় বাড়ি পাওয়া গেছে তখন দিব্যি মাসখানেক আমাদের সঙ্গে থেকে আসবেন।

পুতু হেসে বললেন, উনি বুঝি খরচের ভয়ে যেতে চাইছেন না?—আরে মশাই, টিকিটের ভাড়া ছাড়া আপনাকে আর কিচ্ছু দিতে হবে না।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, না, না তা কি করে হয়? আপনাদের গলগ্রহ হয়ে···

পুতুবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, গলগ্রহ কি বলছেন, এ তো মহা আনন্দের কথা। আপনি একজন রসিক লোক শুনেছি—আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদেরও তো কাটবে ভাল!

আতুবাবু আমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয় ভাবলেন যে বিনা-খরচে আমি একমাস বোধ হয় কারুর বাড়ি থাকতে রাজী নই। তিনি তাড়াতাড়ি ঐ ব্যাপারটার মীমাংসা করে দেবার জন্যে বলে উঠলেন, বেশ তো মশাই, আপনি টুকিটাকি একটু ছেলেদের কিছু কিনে দেবেন, আর বাজার টাজারে কিছু শাক-সবজি মাঝে মাঝে শখ হল, কিনে হয়ত আমাদের খাওয়াবেন। তাহলেই হবে। আর তো আপত্তির কিছু নেই?

বলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। কিন্তু আমার আপত্তি খণ্ডনের ভারটা পুতুবাবু নিজেই তুলে নিয়ে বলে উঠলেন, ঠিক আছে উনি যাবেনই—কাল তুমি টিকিটের টাকাটা ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিও—আমি আজকেই টিকিট কাটতে চললুম—ওঁর যাওয়া 'সেটল্‌ড্‌' বলে ধরে নাও!

আর কোন কথা না বলে বীরদর্পে থপথপ করতে করতে পুতুবাবু প্রস্থান করলেন। আমি চোখ তুলে ভ্যাবাচাকার মত আতুবাবুর দিকে চাইতেই দেখলুম তাঁর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠেছে।

আতু-পুতুর ঠেলায় বাধ্য হয়ে একটি ছোট পোর্টম্যাণ্ট ও একটি ছোট্ট বিছানা নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে হাজির হলুম।

২

স্টেশনে বিপুয়োয়ে ভিড়—তার উপর দুই ফ্যামিলির যা লটবহর সঙ্গে যাচ্ছে তাই দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! সকাল দশটার গাড়িতে যে এত ভিড় হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল কিন্তু পুতুবাবু বুদ্ধিমান লোক, এক প্রকাণ্ড ঢাউস বিছানা নিয়ে সর্বাগ্রে একটি থার্ড ক্লাস কামরার দরজায় ঢুকিয়ে

দেবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু সে ঢুকবে কেন, দরজার ফাঁদল তার চেয়ে ঢের ছোট সেটি সেইখানে আটকে রইল—তার ওপর তিনি আতুবাবুর বিছানাটাও চাপালেন, এরপর গোটা ছয়েক কুলী মিলে পিঠ দিয়ে ঠেলতে শুরু করলে—ঠেলার চোটে গোটা ট্রেন নড়ে উঠল কিন্তু বিছানা নড়ল না।

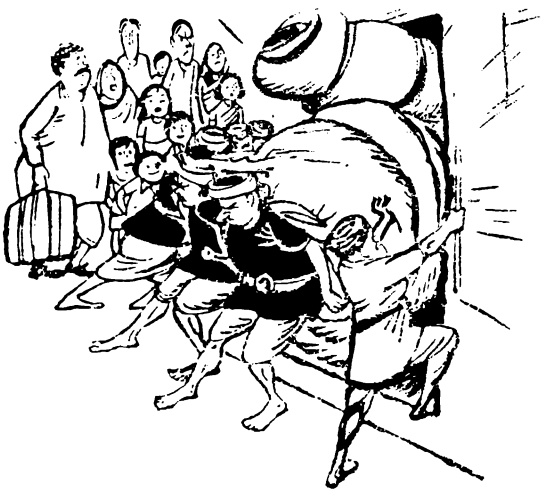

গোটা ট্রেন নড়ে — কিন্তু বিছানা নড়ল না

ওদিকে হাজার দুয়েক লোক কামরায় ঢুকতে না পেরে অজ্ঞাত এই যাত্রীদলের উদ্দেশে পাচ্ছেতাই করে গাল দিতে দিতে অন্য কামরার দিকে ছুটল আতুবাবু আর পুতুবাবুর গোষ্ঠীবর্গের সংখ্যাও তো কম নয়, তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে আছে—বিছানা ঢুকলেই তারা ঢুকবে। আমি দুর্গানাম স্মরণ করছি, আর ভাবছি যে যাবার মুখেই এই বাধা, পরে আমার দাদারা যে কী হাল করবেন কে জানে! কেন যে এঁদের সঙ্গ নিলুম!

পুতুবাবু আতুবাবুর মনের অবস্থাও যে ঐ সময় খুব ভাল তা মনে হল না—পুতুবাবু বিছানা বাঁধার দোষ দিয়ে গিন্নীকে খিঁচুতে লাগলেন, গিন্নীও ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, আমার দোষ কি? বিছানা ঠিকই বেঁধেছি, তুমিই তো ওর মধ্যে খুচরো জিনিসগুলো পাছে হারিয়ে যায় বলে পুরে দিতে বললে, তাই অত ফুলেছে।

আতুবাবু দেখলেন ঝগড়া না করে এখন এই ফোলা কমানো বাড়ানোর উপায় চট্ করে বার করতে হবে। তিনি তাঁর বড় পুত্রকে ডেকে বললেন, খিলখিলে তুই এই বিছানাগুলোর ওপর দিয়ে কামরার ভেতরে উঠে যা তো আগে—তারপর ওধারকার দড়ি খুলে দে, জিনিস বেরিয়ে যাবে'খন। খিলখিলে তো সে কথা শুনে হেসেই অস্থির। তাকে তিনি যত খিঁচোন তত সে হাসে। তার হাসি আবার এক বিদিকিচ্ছিরি ধরনের। প্রথমটা খিক্-খিক্-খিক্, তারপর হেঁচকি তোলার মত ইফ্-ইফ্-ইফ্ করতে থাকে।

আমি তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব!—বুঝলুম এই জন্যে ওর নাম খিলখিলে হয়েছে।

এদিকে আতুবাবুও রেগে গেলেন, ছেলেকে ঠেঙাবেন না বিছানা ঢোকাবার ব্যবস্থা করবেন ভাবছেন, তার মধ্যেই পুতুবাবুর চতুর্থ পুত্র হড়বড়েটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কামরার মধ্যে চলে গেল।

(পরবর্তি অংশ আগামী সংখ্যায়)

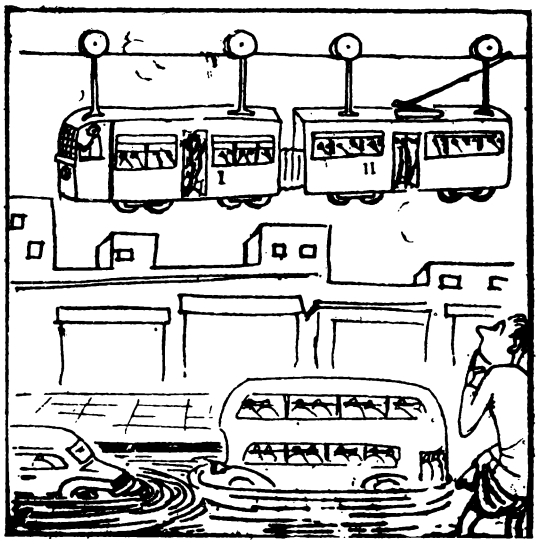

বর্ষাকালীন পরিকল্পনা

—বিয়ে যদি না কর চিঠি ফেরৎ দাও।
—চিঠি নষ্ট করে ফেলব।
—না, না, ওগুলো লেখাতে আমার কত টাকা গেছে, আবার চান্স নিতে হবে না?

—একখানা শ্রীরামপুরের টিকিট দেখি—
—এই দেখুন।

চুটকি সঞ্জীব সিংহ

গ্রামের রোগী দাঁত তুলতে ব্যথা লাগবে না তো ডাক্তারবাবু?
ডাক্তারবাবু একটুও লাগবে না, লোকাল এ্যানাসথিসিয়া করে দাঁত তুলব।
গ্রামের রোগী আজ্ঞে ডাক্তারবাবু....লোকাল জিনিষ বড় ভেজাল হয়... তার থেকে আপনি ফরেন এ্যানাস্থি করুন.... যা দাম লাগে দিয়ে দোব।

হাসিটুন/অরুজয় বর্মণ

দিদিমনি ঃ তোমাদের আজ এই পর্যন্ত বোঝালাম। এর পর তোমরা আরও ওপরে উঠে শিখবে।
ছাত্রী ঃ এর পর তাহলে ছাদে উঠে শিখব দিদিমনি?

কয়েকটি বেদনাবিধুর বাসররাত

লেখা ঃ রেজা

অ্যাঁ। আঙ্গুল?!?

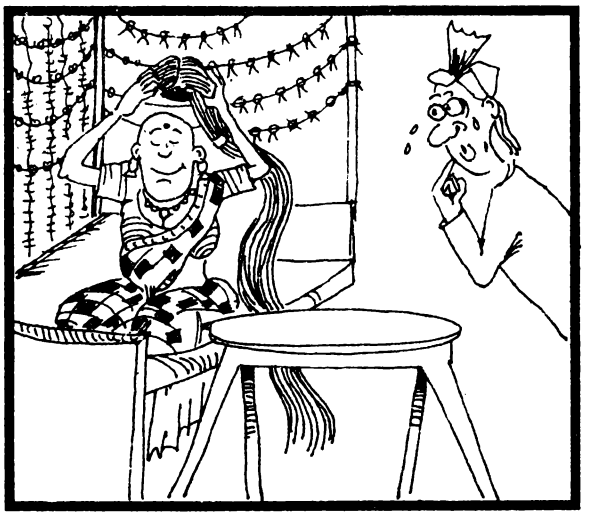

ও মশায় শুনছেন, আমার তিনমাসের পাওনা বাড়িভাড়াটা . .

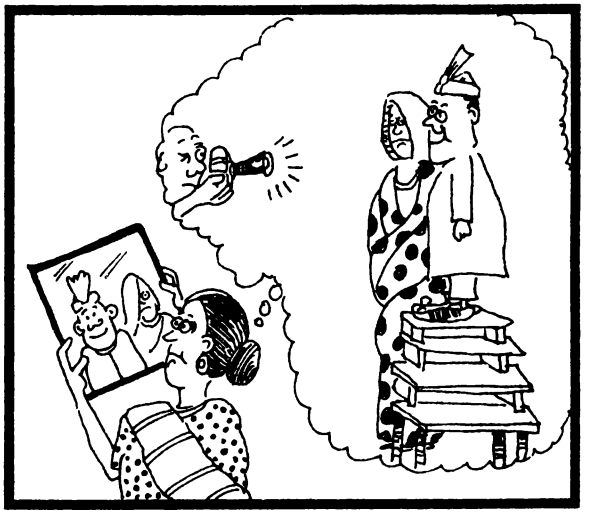

কি হইল বদনা দেয় নাই?

জটায়ু ঘুম

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব নয়, তাই। কিন্তু একবার ঘুমালে হয়। তখন তাকে তোলে কার সাধ্য। অনুরাধা ত' হার মেনে গেছে। তবু সকাল সাতটা থেকে চেষ্টা তাকে করতেই হয় ঘুম ভাঙাবার। সাড়ে নটায় আপিস, অন্ততঃ আটটায় না উঠলে তৈরী হয়ে নেবে কি করে।

—এই ডেকে দিয়ে গেলুম, তুমি ফের পাশ ফিরে শুলে! অনুরাধা বিমলেরপিঠে ধাক্কা মারতে থাকে।

অনন্যোপায় বিমল অনুরাধার হাত দু'খানা বগলের নীচে চেপে ধরে আবারও পাশ ফিরে শুল।

—আঃ ছাড়, ছাড়, কেউ দেখে ফেলবে। সশঙ্কিত অনুরাধা এক হাঁচকায় কোন রকমে বগলমুক্ত হয়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

এবারে ফিরে আসে এক ঘটি জল নিয়ে। কাছে গেলে বাহু বন্ধনের ভয়, অতএব দুর থেকেই জলের ঝাপটা দিতে থাকে চোখ লক্ষ্য করে। উঃ আঃ করে দু' একবার এপাশ ওপাশ করার পর উঠে বসল বিমল। আড়মোড়া ভেঙে ঘুমের আরাম আলিঙ্গনের শেষ রেশটুকু ছাড়াতে ছাড়াতে আক্ষেপের স্বরে বললে, আচ্ছা যা হোক, একটু ঘুমবো তারও উপায় নেই।

—ঘুমবে ত'। কিন্তু এদিকে যে আটটা বাজলো। আপিস যাবে কখন শুনি। নড়ে চড়ে বসতেই ত' তোমার দশ ঘন্টা।

কুঁড়ে শরীরের সব জড়তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তাই তো। রোজই দেরী হয়ে যাচ্ছে আপিসে। আর কথা না বাড়িয়ে টুথ ব্রাশটা দাঁতে চেপেতর তরিয়ে নেমে গেল বিমল নীচের তলায়।

স্নান সেরে বেরিয়ে ফের একচোট গজগজানি শুরু হয়। এবার উল্টো চাপ। একটু আগে ডেকে দিলেই ত' হতো। এখন এই কম সময়ে কি করেই বা সব সারে, আর কি করেই ঠিক সময়ে আপিস যায়।

ময়দামাখা হাতেই বৌদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গলায় ঠাট্টার সুর। বললেন, আর কী করে ডাকবে লোকে। অনুরাধা ত' সাতটা থেকে ডেকে ডেকে হিমসিম খেয়ে গেলো। আচ্ছা ঘুম বটে তোমার।

বিমল তবুও নাছোড়। বলে, তুমিও ত' একবার যেতে পারতে। দু'জনে মিলে জোর করে খাটের ওপর বসিয়ে দিলেই ত' উঠে পড়তাম।

এ কথায় কার না হাসি পায়। বৌদিও হাসলেন এক ঝলক। জোড়হাত হয়ে বললেন, রক্ষে করো! তোমার বউ এর চড়ঘুসি খাওয়া অভ্যেস আছে। ঘুমুলে ও আর তোমার জ্ঞানগম্যি থাকে না।

—এখনও বক বক করছিস ত' কখন আপিসে যাবি? একটা লোকের ঘুম ভাঙাবার জন্যে কজনের দরকার শুনি। বলতেও লজ্জা করে না তোর। খবরের কাগজ পড়ার মাঝে বৈঠকখানা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা।

আর সময় নষ্ট নয়। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে দৌড়ে ওপরে আসে জামা জুতো পরার জন্যে। জুতোয় পা গলাতে গলাতে আর একবার ভাল করে চুলটা আচড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফিরে আসতে হলো। টেবিলের চারপাশ হাতড়েও খুঁজে পেল না সেটা নাঃ, কোন জিনিষ কিছুতেই পাওয়া যাবে না ঠিক সময়ে। অগত্যা ডাকতে হয় তাকে।

—অনু, অনু, শীগগির।

—আবার কী হলো। খসে পড়া এলো খোঁপড়া জড়াতে জড়াতে অনুরাধা ছুটে এল ওপরে।

—বিস্কুটের ঠোঙাটা কোথায় গেল বলত?

—সে ত' তুলে রেখেছি আলমারীতে, খুকুর জন্যে। তোমার আবার কিসের দরকার?

—কী বুদ্ধি তোমার। অত মোটা বিস্কুট খুকু খেতে পারে। বার করো তাড়াতাড়ি।

—তা না হয় না পারল, কিন্তু তোমার হঠাৎ ওগুলো দিয়ে কী হবে?

—এখন সময় নেই, পরে বলবো। নিজেই আলমারী খুলে ঠোঙাটা নিয়ে পড়িকি মরি করে বেরিয়ে গেল বিমল।

ঠিক সাড়ে নটায় আজ পৌঁছে গেছে খুব। সিটে বসে একদফা হাঁফ ছাড়ে। কম দৌড়তে হয়েছে তাকে রাস্তাটা!

—আজ ক' মিনিট লেট। পরেশ এসে দাঁড়াল বিমলের পাশে।

—দাঁড়া বাবা। দম নিতে দে আগে। তবে লেট আজ এক মিনিটও নয়।

—সত্যি! পরেশের কণ্ঠে অবিশ্বাসের আভাস।

—হাতে ওটা কী রে? বিস্কুটের ঠোঙাটার প্রতি তির্যক নজর পড়ে বিশ্বনাথের।

ঠোঙাটার দিকে তাকিয়েই বিমল আঁতকে উঠল, ওই যাঃ, খাবারের কৌটোটা ভুলে এসেছি।

—তা ওটা কী, বললি না ত'? নির্ব্বিকার বিশ্বনাথ আবার প্রশ্ন করলে।

—কী আবার বিস্কুট। বিমল ফেটে পড়ল এবারে। রাগটা অবশ্য খাবার দিতে ভুলে যাওয়ার জন্যে অনুরাধার ওপর বিশেষ

করে। টিফিনের সময় আট গণ্ডা পয়সা বেরিয়ে যাবে।

সন্তোষ আবার এদের মধ্যে একটু পেটুক গোছের। হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিতে যেতেই, বিমল তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে ঢুকিয়ে বললে, এই ত' ভাত খেয়ে এসেছিস। এরি মধ্যে ফের বিস্কুট সাঁটতে চাস। আর তা ছাড়া এগুলো কালকে আবার দরকার হবে যে।

—দরকার হবে। মানে? সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠল।

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে, বেশ একটু ভারিক্কি চালে বিমল বললে, হুঁ হুঁবাবা, আজ লেট বাঁচিয়েছে এই বিস্কুট। অত্যন্ত যত্নের সংগে পকেট থেকে ঠোঙাটা বার করে, নৈবেদ্য সম্ভ্রমে টেবিলের ওপর রেখে বিমল তাকাল সকলের দিকে।

—পারসোনাল অফিসারকে বিস্কুট দিয়ে লেট বাঁচিয়েছিস! বিস্কুট খেতে ভালবাসে বুঝি খুব? বিস্মিত বিশ্বনাথ হাঁ হয়ে গেল।

আর সকলে হতচকিত হয়ে বিমলের উত্তর শোনার অপেক্ষা করে। এমন তাজ্জব ব্যাপার। বিস্কুট দিয়ে যদি লেট বাঁচান যায় তাহলে তারাও কেন না দু' চার আনার বিস্কুট খাওয়াতে পারে রোজ। তেলের রাজ্যে এত সস্তার কারবার তারা এর আগে শুনেছে কিনা সন্দেহ!

—আরে দূর। পারসোনেল অফিসারকে কেন? পাড়ায় দুটো কুকুর এসেছে হালে। দৌড়তে গেলেই তাড়া করে। কুকুর জাতকে বিশ্বাস নেই, বুঝলি ঘ্যাক করে কামড়ে দিলেই হলো। তাই বিস্কুট ছড়াতে ছড়াতে দিব্যি দৌড়ে এলাম আজ।

হাসির ধুম পড়ে গেল বিমলের কথায়। বড়বাবু একবার ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন এদিকটায়।

—সকালেই এত হাসি কেন হে?

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বিমল আজ কী করে লেট বাঁচিয়েছে শুনেছেন স্যার।

এত কাছে থেকেও বিমল ঠিক সময়ে আপিসে আসতে পারে না। অতএব বহুবার বলা কথা আর একবার পুনরাবৃত্তি করেন বড়বাবু। নিয়ারেষ্ট দি চার্চ, ফারদেষ্ট ফ্রম গড।

কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানোর গল্প শুনে বিমল আশা করেছিল, অনুরাধা হাসিতে ফেটে পড়বে। কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়ে লুটাতে থাকবে মেঝেতে। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। নিজে ত' হাসল না-ই, বরং বিমলকে হাসতে দেখে রেগে গিয়েই বললে, তোমার ওই হাসি দেখলে গা জ্বালা করে। পাঁচ জনে এই নিয়ে মুখ টিপে হাসে, আর তুমিও বেহায়ার মত সেই হাসিতে যোগ দাও। কত যেন বীর পুরুষের কাজ করেছ। এ কী ঘুম বাবা।

—কল্যাণীর একখানা টিকিট দিন

—খুঁজে পাচ্ছিনা কল্যাণী কোথায় বলুন ত?

—আহা চং! এই তো কল্যাণী আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

চোরকে ধর্মকাহিনী শোনানই সার। নিদ্রাদেবীর কবলমুক্ত হওয়ার মন্ত্র বিমলের জানা নেই।

ঘুম বলে ঘুম—সাংঘাতিক ঘুম। সেবার পিসীমা এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্যে। বেড়াতে নয়, চিকিৎসা করাতে। অনুরাধা তখন অনুপস্থিত। গেছে বেড়াতে পিত্রালয়ে! পিসীমার শোবার বন্দোবস্ত হলো বিমলের ঘরেই। ভায়ের বাড়ীতে এসেছেন, রোগী বলে রেহাই পেলেন না। রাতে ভাল মন্দ পেটে পড়ল কিছু। ফলে অৰ্দ্ধেক রাতে শুরু হলো পেটের ক্ষ্যাপামী।

—ও বিমল, একবার ওঠ বাবা একটু সোডা থাকে ত' দে। আর যে পাচ্ছি না।

খুব বেশী কাতরোক্তিতে এক আধ বার শুধু অ্যাঁ উঁ করলে বিমল। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। শেষে যখন সবাই হাজির হলো পিসীমার চীৎকারে তখন আর গত্যন্তর না দেখে বারান্দায় উঠে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

সকালে উঠেই পিসীমা বললেন, ধন্যি ঘুম তোর বিমল। মানুষ মরলেও তোর ঘুম ভাঙে না। দাদা ঠাট্টা করলেন ঘুমের প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে; ফাষ্ট হয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে। ভাগ্যে অনুরাধা বাড়ীতে নেই, না হলে, এ ব্যাপারের পর তারও শানিত ঠোঁটের ধারালো আওয়াজ নির্বিকারে হজম করতে হতো বিমলকে।

ছুটির দিনে কিন্তু, ঘুমিয়ে রাজা বিমল। নটার আগে তাকে বিছানা ছাড়ান অসম্ভব। নটার কাঁটা সাড়ে দশটা ছুঁল আজ, তবুও বিমলের ঘুম ভাঙে না। অনুরাধা উঠে যাওয়ার পর বিমল খিল দিয়ে আবার শুয়েছে। নিশ্চিন্ত ঘুমের বিঘ্ন আটকাতেই, কষ্ট করে উঠে দরজাটা আটকে নিয়েছিল একবার। অনুরাধার যা হাড়জ্বালান বাধা! এখনই পোড়া জল ছিটিয়ে ঘুমভূত ছাড়াতে লেগে যাবে।

কিন্তু তাই বলে সাড়ে দশটা। বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল বাড়ীতে এদিকে দরজা ধাক্কা আর বাবা দাদার চীৎকার। গোলমালে আশি বছরের ঠাকুমাটিকে পর্য্যন্ত তিনতলা ছেড়ে দোতালায় নেমে আসতে দেখা গেল। বিমল ততক্ষণে দরজা খুলে বারান্দায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, এত ডাকাতপড়া হল্লা কিসের রে?

বৌদি কৌতুক মিশ্রিত স্বরে জবাব দিলেন, তোমার সেজনাতির ঘুম ভাঙানো হচ্ছিল। আর একটু হলে ব্যাগুপার্টিকে ডাকতে হতো বাজাবার জন্যে। আমরা দরজা পিটে কোন রকমে আজকের মত ঘুম ছাড়িয়েছি।

—ঘুমের তোরা কী বুঝিস লা। শেষ ধাপটা দ্রুত পেরিয়ে ঠাকুমা মুকিয়ে এলেন। কণ্ঠে তাঁর বিরক্তি ঝরে ঝরে পড়ছে। এত আর হাঘরে ছেলে নয়, দস্তুর মত বনেদী বংশধর। পুরুষ

মানুষ বেলা অবধি ঘুমুবে না ত' তুই আমি ঘুমুবো। তোরা হাসালি বটে যা হোক।

তারপর বিমলের কাঁধে সস্নেহ হাত রেখে বললেন, যা দাদা, আর একটু ঘুমিয়ে নে। এই ঘুম দেখেই ওরা ঘাবড়ে যাচ্ছে, এক মুখ ফোকলা হাসলেন ঠাকুমা, এক বার তোর দাদু শেষ রাতে ঘুমোয় আর পরদিন সন্ধ্যে বেলায় তার ঘুম ভাঙে। আমি ত' জানতুম না তুই তোর দাদুর মান রাখতে পারিস। আসিস না আজ রাত্তিরে। অনেক গল্প বলবো।

এতবেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে সত্যিই আজ লজ্জিত বিমল। ঠাকুমার কথায় মনে মনে পুলকিত হলো। তার স্বপক্ষে অন্ততঃ একজনও আছে তাহলে বাড়ীতে! মনোব্যথার সঙ্গী আবিষ্কারের আনন্দে প্রাতনেশার মৌতাতের তাড়া লাগাল বৌদিকে।

তেতলায় মাত্র একখানা ঘর। যতরাজ্যের জিনিষে ভর্ত্তি। আর আছে কর্ত্তাদের আমলের বিরাট এক পালঙ্ক। এককালের জমিদারীর শেষ চিহ্নুর পলি পড়ে আছে ঘরটাময়। ঠাকুমা দখল করে আছেন এটা। পারত পক্ষে নীচে নামেন না তিনি। প্রয়োজনও হয় না। সব কিছুই সারেন ওপরে। নেশার মধ্যে আছে পান আর দোক্তা। দাঁত নেই বলে নাতবৌয়েরা হামালদিস্তে নিয়ে সদা হাজির।

ঠাকুমার ঘুমকথার শোনার টানে বিমলকে খাওয়া সেরে, একবার ঢুঁ মারতে হলো তেতলার ঘরটায়। নিঃ শব্দে উঁকি মারলে কি হবে, ঠাকুমা এদিকে খুব সজাগ। গাছের পাতাটা উঠে ছাদে পড়লেও তার কানকে ঠকাতে পারে না।

—কে, রে, বিমল। আয় ভাই বোস। তবুও মনের প্রাণের দুটো হাঁপ ছাড়বার লোক পেলুম। বলে, উঠে গেলেন ঘরের কোণটায়। সেকেলে ভারী সিন্দুকটা খুলে কী একটা বার করে নিয়ে এলেন।

—হাতটা একবার পাত দাদা। বিমল হাত পাততেই একটা চকচকে চাকতি দিলেন তার ওপর।

—এটা কী ঠামা। কৌতুহলী প্রশ্ন করলে বিমল।

—ওমা তাও জানিস না। এ সেই কর্ত্তাদের আমলের মোহর। তোকে দিলুম এটা। পুরোণো স্মৃতিমন্থনসুখে খুব খুশী দেখাল বুড়ি ঠাকুমাকে।

হামালদিস্তেটা এনে নিজেই পানটা থেতো করতে যাচ্ছিলেন। বিমল বললে দাও আমিই করে দিচ্ছি।

—তা; দে। ঠাকুমার একটু সেবা কর। বুড়ো হয়ে গেছি তবুও ছাই এ পোড়া নেশার হাত থেকে কী রেহাই পাবার যো আছে। বিমলের কর্ম্মরত হাতটার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি দেখা দিল অধরে।

—হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম তোকে। তোর দাদু ছিল ঘুমের বাদশা। তা হবে না কেন। সেই শেষ রাতে ত ঘুমুতে আসতেন। তুই তবু যা দেখছি, একটু বংশের ধারা পেয়েছিস। তোর বাপ ত পরের গোলামি করেই জীবনটা কাটালে।

থেঁতো পানটা মুখে পুরলেন ঠাকুমা। কৌটো থেকে একতালু দোক্তা নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন মাড়ির ফাঁকে। জিব দিয়ে নেড়ে রসালো আমেজের স্বাদ নিতে নিতে বলতে শুরু

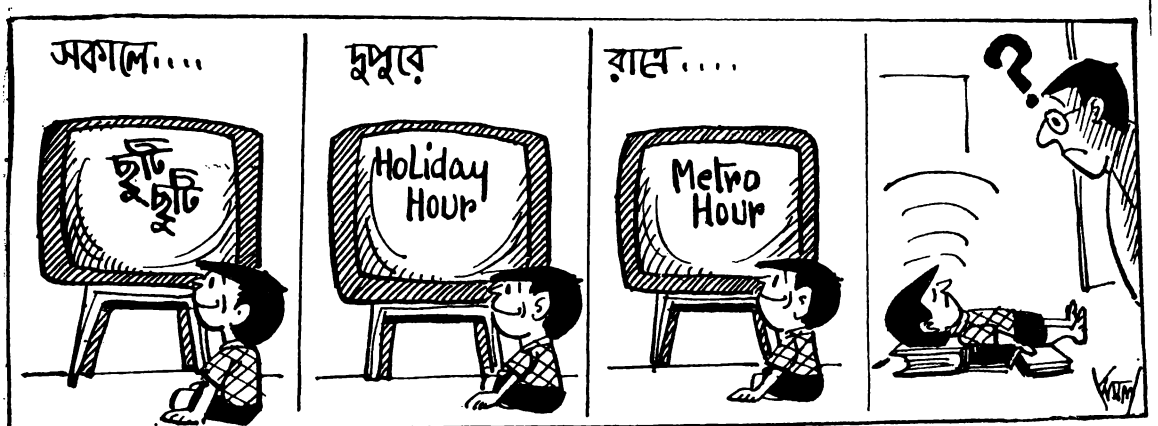

করলেন।

—তোর দাদুর আমলে আর তেমন কী হয়েছে। তখন ত পড়তি অবস্থা। তবেহ্যাঁ, শ্বশুরের আমলে দেখেছি অনেক কিছু। হাতী ঘোড়া সব কিছুই ছিল এককালে। আর কী বিরাট সাত মহলা বাড়ী। লোকজন চাকর বাকর পেয়াদাপাইকে জম জম করত অত বাড়ীটা।

শেষের দিকে গলাটা ধরাধরা শোনাল। আঁচল দিয়ে চোখের কোলটা একবার মুছলেন! বোধ হয় বিগত রাজকীয় কথার ভাবনায় চোখে জল এসে পড়ল। সেই অবসরে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, তা এত জাঁকজমক নষ্ট হলো কী করে?

—সে আর বলিস কেন! ওই পোড়া রেস খেলে! জমিদারীরও ভাঙন ধরেছিল। তার ওপর রেসে সর্বস্বান্ত হলো! তা ছাড়া খেয়ালখুশীই কী ছিল কম। এক বার শ্বশুর মশাই পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতলেন রেসে। ঘোড়ার ল্যাজে থলি বেঁধে সব টাকা ছড়াতে ছড়াতে মাঠ থেকে জমিদার বাড়ী ফিরলেন। এসব এখন গল্প কথা!

ঠাকুমাকে থামতে দেখে বিমল এবার উঠি উঠি করলে।

—অনেক রাত হলো। আজ আসি ঠামা। তোমার নাতবৌ আবার একলা রয়েছে।

—কটা বেজেছে এখন?

—ওঃ, অনেক। প্রায় বারোটা। বিমল এক রকম উঠেই পড়ল।

—ওমা, এযে সন্ধ্যে রাত্তির। এই সময়ই ত' তোর দাদু বার বাড়ীতে যেতেন। মাইনে করা বাঈজি ছিল। কত রাত্তির পর্য্যন্ত নাচ গান চলত।

বিমল, বসে পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যেতে দিতে দাদুকে?

—শোন কথা ছেলের। যেতে দেব না কেন? জমিদার মানুষ একটু স্ফূর্ত্তি করবে না। নাত বোয়েদের মত বরটিকেত আর আঁচল চাপা দিয়ে রাখতুম না। বারবাড়ীতে যাবার আগে নিজের হাতে সাজিয়ে গুজিয়ে গায়ে এক শিশি আতর ঢেলে দিতুম।

আর দু' একটা কথা বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বিমল। দাদুর গায়ে ঢালা আতর যেন এই মুহূর্ত্তেও গন্ধ ছড়াচ্ছে। জমিদারীর-কিছুই পায়নি সে, কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে লম্বা ঘুমটা ছাড়া। কথাটা ভাবতেও আরাম লাগল। চোখের ওপর ভেসে উঠল ঠাকুমার গল্পের ছবি। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় বৃহৎ পালঙ্কে মখমলের শয্যা বিছান। ঝালর দেওয়া টানা পাখাটার দড়িধরে টানছে বাইরে বসে ছোকরা চাকর। পাশ বালিশ দুটোর ওপরে পা তুলে কী পরম সুখে নিশ্চিন্ত ঘুমে দাদু মগ্ন। ত্রিসীমানায় এতটুকু শব্দ নেই। অখণ্ড নিস্তব্ধতায় চারদিক গম গম করছে। ঘড়ির কাঁটার হিসেব হারিয়ে গেছে তাঁর কাছে!

স্বপ্নঘোরে সিঁড়ির ওপরেই বসে কখন তন্দ্রালস হয়ে পড়েছিল বিমল। আচমকা ধাক্কায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সামনেই বড় বড় চোখ করে দাঁড়িয়ে অনুরাধা। বিমলকে জাগতে দেখে বললে, আচ্ছা কুম্ভকর্ণ বাবা। কাল আপিস নেই?

নিমেষে ঘোর, কেটে গেল বিমলের। কেরাণী জমিদারের নভোচারী ঘুম ডানা কাটা জটায়ুর মত লুটিয়ে পড়ল। শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে একটা কথাই গুমরতে থাকল মনে। আজকের বাস্তব-ব্যস্ততার যুগে, দুদণ্ড স্বস্তিতে ঘুমাবার অবসর কোথায়।

নাঃ, কাল কিছুতেই আপসে লেট হওয়া চলবে না।

('সচিত্র ভারত' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।)

এটাও কি ছাই—মনের মত হবে না?

আড়াই টাকা

উজ্জ্বলকান্তি সেন

অফিসে সেদিন দশ পয়সার হিসেব মিলছিল না। মেলাতে মেলাতে ছটা গড়িয়ে গেল। হাবরা লোকাল শিয়ালদহ থেকে বেরিয়ে যাবে নির্ঘাত। এখনও চেষ্টা করলে বনগাঁ লোকালটা ধরা যায়। দৌড় লাগালাম মৌলালির মোড়ে আমাদের ব্যাংকের ব্রাঞ্চটা থেকে। গিন্নি একটা হাফ পঞ্জিকা কিনতে বলেছিল, নতুন বছর পড়েছে, পালা পার্বণে দরকারে লাগে। প্ল্যাটফর্মে যখন পৌঁছুলাম ট্রেনটা ছাড়ব ছাড়ব। একজন গেটের মুখে অনেক ম্যাগাজিনের মাঝে কয়েকটা পাঁজি নিয়েও বসেছিল। একটা হাফ পঞ্জিকার দাম করলাম। লোকটা দু টাকা বলতেই পকেট থেকে দুটাকার নোট একটা তুলে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে পাঁজিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় লাগালাম। লোকটা কি একটা বলতে চাইছিল সে দিকে কানই দিলাম না, বাবা বনগাঁ লোকালের ভিড় বলে কথা শেষকালে পা-ই হয়ত দিতে পারব না। একটা প্রবাদ আছে না। জনৈকা মহিলা প্রায়

কেন ট্যাক্সি যাবে না কেন ? আমরা তো চারজন।

—চিঠিটায় সব পরিস্কার করে লিখে গেছ তো ?

হাতাহাতি করে বনগাঁ লোকালের ভিড় ঠেলে যখন ভেতরে ঢুকে একটা সিট কোনমতে জোগাড় করে বসলেন তখন একজন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ম্যাডাম আপনার এক কানে দুল নেই, লতিটাও অনেকটা ছিঁড়ে এসেছে। প্রচণ্ড রক্ত পড়ছে। এই কথা শুনে সেই মহিলা নাকি বলেছিলেন আরে ভাই সোনার দুল হারালে আর একটা সোনার দুল করানো যাবে। কানের লতি কেটে গেলে স্টিচ করে ফের জোড়া যাবে কিন্তু বনগাঁ লোকালে সিট? একটা চান্স হারালে আর আসবে না। হাফ চান্স থেকে গোল করে বেরোতে হবে। যা হোক আমি ট্রেনটা ছাড়ার আগে কোনমতে সেঁদিয়ে গেলাম ভেতরে। বাড়ী পৌঁছে দেখি শ্বশ্রুমাতা ঠাকুরানী এসেছেন। নতুন পাঁজি দেখে তিনি সেটি চেয়ে বসলেন। অগত্যা দিতে হল। কাল আবারও একটা কিনতে হবে মনে করে। দু টাকাই তো দাম।

পরদিন ম্যানেজ করে একটু আগে এসে সেই হকারের কাছ থেকে চাইলাম আর একটা পাঁজী।

সে বলে উঠল, "দাম কিন্তু আড়াই টাকা।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "আরে কালই তো দুটাকা নিলে, আমিই তো কিনে নিয়ে গেছি সন্ধ্যায়।"

"মশাই, কাল আপনি পঞ্চাশ পয়সাটা বলার সময় দিলেন কই। দুটাকা বলতে না বলতেই তো ছোঁ মেরে ছুটলেন যেন পায়খানা পেয়েছে।.বনগাঁ লোকাল বুঝি?"—এগাল হেসে প্রশ্ন রাখলে হকার ভায়া।

সুদীপ্তা পাল ঃ করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮ ৭১০

আপনার 'কার্টুন' পত্রিকাটি পড়ে আমাকে একটা চিন্তায় পেয়ে বসেছে এবং সেটা হ'লো, কেউ যদি 'কার্টুন' পত্রিকাটি পড়ে হাসতে হাসতে দম ফেটে মারা যায় তবে সেই লোকটির মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসেবে পুলিশ কি আপনাকে অ্যারেস্ট করবে? তাহলে কি আমার প্রিয় 'কার্টুন' পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যাবে?

● **চিন্তা পরিত্যাগ করুন ভদ্রে! আমার মাসতুতো ভাই আমাকেই অ্যারেস্ট করবে এ কখনও হতে পারে ম্যাডাম? তা ছাড়া আপনার মত রসিকা পাঠিকার পেট কি আর আমিই ফাটতে দিতে পারি? পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে যে আমার!**

শ্রেষ্ঠ পত্রের জন্য সুদীপ্তা পালকে এই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠানো হ'লো—সম্পাদক

সঞ্জীব সিংহ ঃ সিংহ সদন, বি ডি ৩০৭, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

আপনাদের পত্রিকা "সরস কার্টুন" পড়ে নীরস মনে বেশ রস-সঞ্চার হলো। বাস্তবিক আজকের এই "ইজম্, স্ক্যাম, পলিটিকস্" এর যুগে "সরস কার্টুন" বেশ একটা ফুরফুরে হাওয়া বইয়ে দিয়েছে, এমন কি ছেলেবেলায় পড়া "সচিত্র ভারত" এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক সর্বান্তকরণে এই কামনা।

● **আরে মশাই ওই ফুরফুরে হাওয়াতেই তো সবাইউড়ে যাচ্ছেন। সবারই দেখছি মন উড়ু উড়ু।**

শুভাশিষ রায় ঃ শালিমার, জিয়াল গোড়া, ধানাবাদ।

আমাদের অসংখ্য পাগলা গারদের বন্ধুরা সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকেআমাদের উন্মাদ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট করলাম। উপযুক্ত লোক প্রেসিডেন্ট পদের জন্য না পাওয়ায় এতদিন সংগঠনটা তৈরী করতে পারছিলাম না। এখন সমস্যাটা মিটে গেল। আমাগী মাসে আপনার অভিষেক এর ব্যবস্থা করেছি, সময়মত এসে পদধূলি দেবেন। এখানে আসার ঠিকানাটা যে কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবেন।

পাগলা গারদ কর্তৃপক্ষর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ 'সরস কার্টুন' নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি। যে কোন মূল্যে আমরা এখানে 'সরস কার্টুন' নিষিদ্ধ হতে দেব না। তাতে আমাদের যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তো ঘটুক।

● **পাগল নাকি!**

মধুসূদন পালের ছড়া

ভোটার তালিকা

এই দেশেতে আজব অনেক
কাণ্ড ঘটে যায়
ছেলে মেলে বাপের বড়
ভোটার তালিকায়।
পুরুষ কখন স্ত্রী হয়ে যায়
পত্নী-ও হয় স্বামী
মৃত ধরে বাদ হয়ে যায়
বহু জীবিতের নাম-ই।

ইংলিশ স্কুলে পড়ে

ইংলিশ স্কুলে পড়ে
মেয়ে হয়েছে চোস্ত
ভাল্লাগে না খেতে এখন
চচ্চড়ি, ডাল, পোস্ত।

ভেট

ভেট না দিলে পেট ভরে না
গেট খোলে না দারোয়ান—
সেলাম ঠুকে 'হুজুর' ব'লে
হয় না কিছুই সমাধান।
ইলেকশনে, সিলেকশনে
এগজামিনে চলছে ভেট
ভ্যাকান্সিতে 'ইন্টারভিউ'-এ
গোবর গণেশ সিলেক্টেড্।

দিগম্বর দাশগুপ্ত

পকেট যখন থাকে একদম ফাঁকা
যায় নাকো ভক্তি ভরে ঈশ্বরেরে ডাকা
ঈশ্বরেরে মনে হয়
পরম করুণাময়
পকেটে যখন থাকে বেশ কিছু টাকা।

স্বপ্নে দেখিলাম আমি শ্রীবড়ে গুলাম
মালকোষে গাহিছেন রাধাকৃষ্ণ নাম
ফৈয়াজ বাজায় খোল
গাহিছেন হরিবোল
দাবির খাঁ গাহিছেন জয় সীয়া রাম।

দেখুন দেখুন, ভাগ্যরেখাটা ঠেলে উঠেছে।

মিতা ঘোষ রায়ের ছড়া

কি চাই বলুন
সস্তা খাবেন
তৈরী আছে সবই,
আরে মশাই কি খাব আর
পেট ভুটভাট মাথাটা ভার
গন্ধ শোঁকাই হবি।

বাসে যখন সীট মেলে না
তখন যে হই মেয়ে
ঘরে ঢুকেই ভাষণ দিলাম—
মরণ ভাল
অধীনতার চেয়ে।

অধিকারে সবাই সমান
মেয়ে কিংবা ছেলে,
তবু কিছু হয় সুবিধা
লেডিস ফাস্ট পেলে।

কেউ বলে আন্ত্রিক
কেউ বলে কলেরা
লোক মরে পটাপট
কী রকম খল এরা।

পুরসভা চুপ থাকে
চুপ থাকে সরকার,
সকলেই চুপ থাক
বাঁচা খুব দরকার।

দেবাশিস বাগচীর ছড়া

আমি যাকে শ্যামলা বলি
গিন্নি বলেন ফর্সা
আমার কাছে তুচ্ছ যিনি
তাঁর যে তাকেই ভরসা!

আমি যখন দক্ষিণে যাই
গিন্নি হাঁটেন বামে তে
আমার নাস্তিকতায় তিনি
আস্থা রাখেন রামে তে!

বলুন দাদা এমন করেই
কাটবে আরও কদ্দিন?
দাদা বলেন—সম্পত্তির
মালিক থাকেন যদ্দিন!

আগে তো তো রোজ ঘুম ভাঙতেই
দিতেন তিনি মন চায়েতে,
গিন্নি এখন গাঁয়ের মোড়ল
সদ্য জিতে পঞ্চায়েতে।

রাত্রে জড়ান পায়ের ফাঁকে
স্বামী যে পাশ বালিশ-ই তাঁর,
এখন জড়ান গাঁয়ের কাজে
ফ্রি-তে বিলোন সালিশি-তাঁর।

গাঁয়ের যত পঞ্চি নেড়ি
ভুতির মা আর বিভা পিসি—
তাদের চোখে রানির মত,
দাপিয়ে বেড়ান দিবা-নিশি।

আত্মনেপদ বাইরে বলে
বলছি পরস্মৈ নমামি,
নইলে গাঁয়ের সবাই জানে
ভীষণ রকম স্ত্রৈণ আমি।

—কাল স্বপ্নে দেখলাম ৫০,০০০ টাকার একটা অর্ডার ধরেছি, তারপর মালও সাপ্লাই করে দিলুম।

—ভালই ত, মন খারাপের কি আছে?

—হিসেব করে ১০% কমিশন আদায় করবো আর ঘুম ভেঙে গেল—

উত্তরা নন্দী মজুমদার

কার্টুন ক্যাপশান প্রতিযোগিতা ১

ফলাফল

শ্রেষ্ঠ ক্যাপশনের জন্য এবার ২০ টাকা পুরস্কার পেলেন
সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়
৪৯, সেকেন্ড স্ট্রীট, মডার্ন পার্ক,
কলকাতা-৭০০ ০৭৫

ক্যাপশন ঃ "তোমাকে 'সরস কার্টুন' এ মাসের সংখ্যার একটা গল্প শোনাব?"

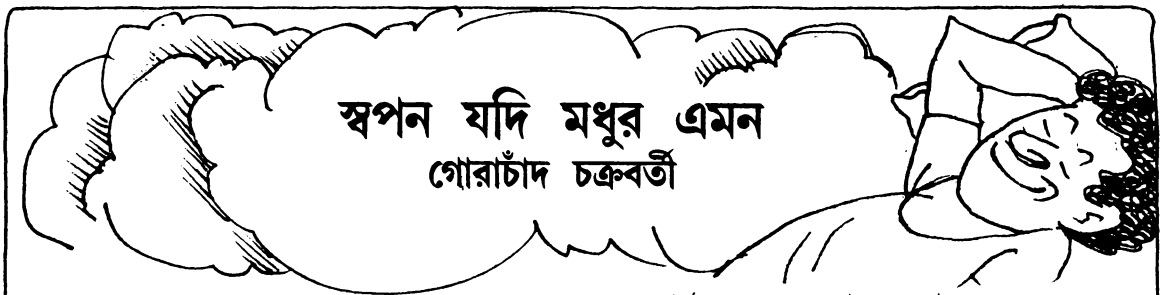

স্বপন যদি মধুর এমন

গোরাচাঁদ চক্রবর্তী

স্বপ্নে লাড্ডু খাওয়ার চেয়ে রাবার খাওয়ার দৃশ্য দেখা অনেক ভাল। আর রাজা-বাদশা হয়ে রাণীদের সাথে কুঞ্জবন কিংবা গুলবাগে ফুসুর ফুসুর; ওঃ ভাবতেই সারা শরীরে আনন্দের কাতুকুতু বয়ে যায়। আমার মতে স্বপ্ন দেখায় দীনতা থাকা ঠিক নয়; মনের মত স্বপ্ন দেখায় চাই বাদশাই মেজাজ আর সুগঠিত তন্দ্রা, এ দুটো না থাকলে স্বপ্ন দেখায় সুখ নেই। ঘত্‌ঘত্‌ করে নাকের নাকাড়া বাজিয়ে স্বপ্ন দেখা অসুখের সামিল। তাইতো, আরাম কেদারায় আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে স্বপ্নের সিঁড়িগুলো একটা একটা করে পেরিয়ে গিয়ে আজও আমি ভাবতে পারি রাজা বাদশা হয়ে গুলাপবাগের ফোয়ারায় কুলকুচো করছি, কিংবা স্বপ্নের ছাতে চড়ে অমুক খেতে খেতে কোন সুন্দরীর মাখন মাখন হাত ধরে এক্কা দোক্কা খেলছি, কিংবা····· যাক। 'স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা';

জাগিও না মোরে জাগিও না। —কিন্তু ট্রাজেডিটা এই, কোন স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত দেখা হয় না। আসলে স্বপ্নের সময় নেই, না আমার ঘুমের নেই কে জানে? এইতো সেদিন সবে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে বন্দী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, এমন সময় দরজায় জোড়ালো কড়াবাদ্য। ভাবলুম সেই রাক্ষসটা এসেছে, তরবারিটা শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরেছি; রাক্ষসের দমন, রাজকন্যার পাণিগ্রহণ। কিন্তু হলে হবে কি, স্বপ্নের মুখে ছাই, ঘুম ঘোরে দরজা খুলে দেখি ভাড়ি এসেছে জল নিয়ে। ঠাকুর দেবতা নয়, ফুলপরী, জলপরী নয়; রাজবালা, সুন্দরী, অপসরী, কিন্বরী নয়, মূর্তিমান ভাড়ি। ভারী মন নিয়ে ভারী বাজে কাটলো সেদিন। আরেকবার স্বপ্নে পিকাসো হয়ে একটার পর একটা ছবি এঁকে যাচ্ছি, সুন্দরীরা আমার চারধারে হামলে পড়েছে। থই থই করছে সুখ, বুক ভাঙ্গা আনন্দ। হঠাৎ পাশের বাড়ির চিন্তামণির সপ্তপদী সুর, 'আমি যা বলি লোকের····।' থাক। ঘুম গেল ভেঙ্গে। বুঝলাম ঝগড়া সবে আলাপ দিয়ে শুরু হয়েছে, ঝালা শুরু হবার আগেই কেটে পরলুম ঘর থেকে।

আজকাল পুরস্কার পাবার জন্য চারিদিকে হুড়োহুড়ি চলছে। পুরস্কারই প্রতিভার মাপকাঠি, আনন্দ, জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র, নিতান্ত কোন জাদরেল লোকের স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার না পেলে ওপর তলার সাহিত্যিকরা শুঁড়িয়ে নিচে নামিয়ে দেবে। যদিও বাস্তবে আমার মত দুর্বল চিত্তের লোকের অতো ওপরে উঠতে যাওয়া মানেই শ্বাস কষ্ট হওয়া। তবে লোকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেমন চাঁদে বেড়ায়, আমিও তেমনি এই সমস্ত পুরস্কারগুলো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পেয়ে গেছি। অনেকটা স্বপ্নে দৈব ওষুধ পাওয়ার মত। এইতো সেদিন একমনে অফিসে বাঁশ বাজাচ্ছি, হঠাৎ আমার নামে টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রামে চোখ বুলিয়েই চক্ষু চড়কগাছ; এবারের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কিনা আমি! অফিসের কাজ রইল পরে। টেলিগ্রাম বগলে হাজির হলাম পত্রিকা অফিসের দোরে। আমার কেমন যেন মনে হল, এতকাল ওরা কত অজানা খবর আমাকে জুগিয়ে এসেছে, আজকে ওদের অজানা আমার এই খবরটা গেলাম জানাতে। প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চায় না। মনে করলে বুঝি হেরোইন খেয়ে এসেছি। তারপর টেলিগ্রামটা দেখাতে সে কি যত্ন, সে কি ফটো তোলার ধুম। একটু শুনুন, একটা ছবি, একটু হাসুন একটা ছবি। এরই মধ্যে খবরটা কি করে রাষ্ট্র হয়ে গেল কে জানে বাড়ি ফিরে দেখি লোকে লোকারন্য। মিছিল, ল্যাজা-মুড়ো দেখা যায় না। কেউ বলে আপনাকে সম্বর্ধনা দেব, কেউ বলে সভাপতি করব। আমার যেখানে যত আজেবাজে লেখা ছিল, প্রকাশকেরা চেঁছেমুছে নিয়ে নিল। হঠাৎ দেখি একটা লেখা নিয়ে দুজন টানাটানি খেলছে। এ বলে আমার, ও বলে, নেভার। শেষে রফা হল। লেখাটা মাঝখান দিয়ে গেল ছিঁড়ে। ওরা বললে, ভালই হল, দুজনেই আর্ধেক করে ছাপব। একজন ভাইপোর বর্ণ-পরিচয় বইটা নিয়ে বলে উঠল, পেয়ে গেছি। আমি বললুম—কি?

—এটা আপনার নামে ছেপে দেব।

—আরে করেন কি? ওটা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা।

—হলেই বা। যা আছে তাই থাকবে, শুধু একটা ভূমিকা লিখে জানিয়ে দেব, ওটা আপনার ছদ্মনাম। দারুণ সেল হবে। আমার আনন্দে আতঙ্ক শুরু হল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

পাসপোর্ট, ভিসা রেডি। পরের দিনই যেতে হবে পুরস্কার আনতে। ভাবছি কোন্ বইটার জন্য পেলাম? কেনই বা পেলাম? ওখানে আবার একটা ভাষণ দিতে হবে। বিষয় এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। যাইহোক, পরেরদিন প্লেন ধরব বলে সবে রওনা দিতে যাব, এমন সময় ভাইপো বলে উঠল, কাকা ওঠো, চা হয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখি আমি বিছানায় কেঁতরে, সামনে মূর্তিমান ভাইপো।

রক্তদিন
কার্টুন
Subhajit
চ্যাংড়া সংঘের রজত জয়ন্তী বর্ষে স্বেচ্ছায় রক্ত দিন
মেহনতি মানুষের জন্য স্বেচ্ছায় রক্ত দিন
বক্রেশ্বরের জন্য রক্ত দিন
কিউবার জন্য রক্ত দিন
পাঁচ বছর পর
রক্ত শূন্য বাঙ্গালীর জন্য রক্ত দিন

মেঘের পরে রোদ্দুর / পরিচয় গুপ্ত

মাননীয় বিচারপতি নাড়ুগোপাল মিত্র অর্ডার অর্ডার বলে তিনবার হাতুড়ি ঠোকামাত্রই বিচারকক্ষে গোলমাল থেমে গেল। তিনি সশব্দে একটিপ কড়া নস্য টেনে রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, বিবাদি শ্রীমতি বরবটি রায় এবং বাদি শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম রায়ের পৃথক পৃথক বক্তব্য শুনে মনে হল, এ বিবাহবন্ধন টিকিয়ে রাখা খুবই শক্ত। আর টিকিয়ে রাখা হলেও তার আয়ু ছমাসের বেশি হবে না।

অতএব এক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়। তাই আমি শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম রায়কে অনুরোধ করব, আপনি বরবটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করুন।

এতে আপনারা উভয়েই জীবনে সুখি হবেন।

বিচারপতির রায় দানের সাথে সাথে গঙ্গারামের পৌরুষে চিড় ধরলেও, শ্রীমতি বরবটি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। মুষ্ঠিবদ্ধ দুই হাত শূন্যে আস্ফালনের মাধ্যমে স্বামীকে বুঝিয়ে দিল সত্যমেব জয়তে। অর্থাৎ গজু মিত্রের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে কিছুমাত্র ভুল করেনি।

শ্রীমতি বরবটি কাঠগড়া থেকে নেমে আসামাত্রই সিল্কের পাঞ্জাবি ও চুস্ত পরিহিত, এক সুদর্শন নব্য যুবক এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতিকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, বটু এত সহজে তোমাকে শয্যা সঙ্গিনী করতে পারব এ স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে ব্যাটা গঙ্গারামের তেজ ভাঙ্গবে। চল আমরা কালীঘাটের মন্দিরে পুজা দিয়ে আসি। সবই মায়ের দয়া।

শ্রীমতি আড়চোখে গজুদার দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, তাই চল। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে গঙ্গারাম এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

বাড়ি ফিরে এসে আরও ভেঙ্গে পড়ল গঙ্গারাম। অন্ধকারে ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে তার ব্যর্থতার কথা।

সাতবছরের ঘর করা বউ এভাবে ড্যাং ড্যাং করে তবলচি গজুর সাথে কেটে পড়বে, কখনই সে ভাবতে পারেনি। তার অসাধারণ সংগীত প্রতিভা মুগ্ধ করেছিল তাকে। বরবটিকে খ্যাত করার জন্য কি না করেছে সে। অথচ এই তার প্রতিদান!

বিছানায় সাজানো তার মাথার বালিশটা তুলে নিয়ে আছাড় মারল মাটিতে। বালিশ ফেটে ভড় ভড় করে তুলো বেরুতে লাগল ভেতর থেকে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল।

শ্রীমতির স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছিল না গঙ্গারাম। তার মধুকণ্ঠ তাড়া করে বেড়াতে লাগল তাকে।

তার এই আনমনা ভাব লক্ষ্য করে আত্মীয় স্বজনেরা আবার গঙ্গারামের বিয়ে দেবে বলে মনস্থ করল।

যথারীতি বিয়ে হল। এবারে এল কাজললতা।

কাজললতার গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। হৈ হুল্লোড় করতে খুবই ভালবাসে। প্রিয় খাদ্য বলতে ডিম।

ফুলশয্যার রাতে সে সে কেবল ডিমের ডেভিল খাওয়ার গল্পই করল।

শুনে গঙ্গরামের ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল। বললে, ডিমের গল্প আবার কাল শুনব। এবার ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

বরবটি আর কাজললতায় আকাশ পাতাল ফারাক।

বরবটি গানে গানে সরগরম করে রাখত বাড়ি। যে জন্যে গঙ্গারামের বাড়িতেই সময় কাটত বেশি।

ইদানীং সেও একটু আধটু গান গাইতে শুরু করেছিল।

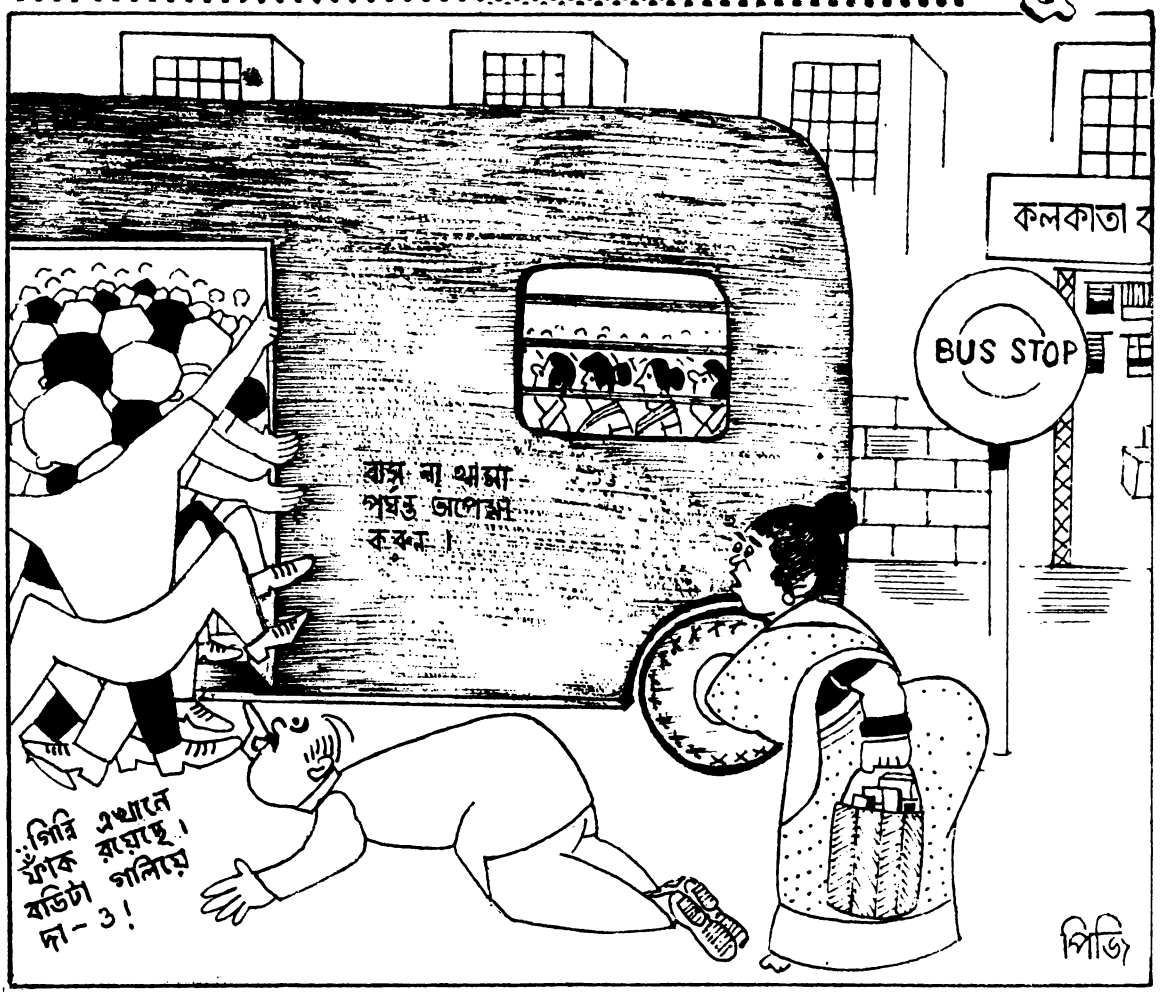

যেজন্য বাড়ির প্রতি তার টানও ছিল অনেক বেশি।

কিন্তু কাজললতাকে বিয়ে করার পর থেকে তার বাড়ির প্রতি টানও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। খালি ডিম খাওয়ার গল্প শুনতে আর কত ভাল লাগে।

আগে অফিসের পর সোজাই বাড়ি ফিরে আসত। এখন আউটরাম ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। গঙ্গার শোভা অনেক বেশি আকর্ষণ করে তাকে।

যেদিন সে সুযোগ হয় না সোজা চলে যায় ম্যাসেজ ক্লিনিকে। কিছু টাকা খরচ হয় বটে কিন্তু শরীরের সব ম্যাজ ম্যাজানিটা কেটে যায়।

অনেক কিছুই করল সে। কিন্তু গঙ্গারামের মনের চাঞ্চল্য কাটল না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল মধুপুরের মন্টুমাসীর কাছে পনেরো দিন কাটিয়ে আসবে।

লোক্যাল ট্রেন। বিশেষ ভীড় ছিল না।

জানলার ধারেই একটা সীট পেয়ে গেল। ট্রেন ছাড়তে মনে পড়ছিল বরবটির টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো।

বিয়ের পর তারা কাশ্মীরে মধুযামিনী পালন করতে গিয়েছিল। ট্রেনে যেতে যেতে সে যে গানগুলো গেয়েছিল, একে একে মনে পড়ছে তার।

কিন্তু এত মধুস্মৃতি, সবই মলিন হয়ে গেল তবলচি গজু মিত্রের বিশ্বাসঘাতকতায়। ব্যাটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তার মুখের গ্রাস। মামলাতেও সুরাহা হল না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল গঙ্গারাম।

ক্রমশঃ ট্রেন ঢুকল বর্ধমান স্টেশনে। গাড়ি থামা মাত্রই একটা সোরগোল ভেসে এল স্টেশন চত্বর থেকে।

গঙ্গারাম গলাটা বাড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে। গেরুয়া বসন

পরিহিত এক সৌম্যকান্তি ব্রহ্মচারি ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। আর তাকে ঘিরেই এই সোরগোলের সূচনা।

তার মুখটা চেনা চেনা ঠেকছিল গঙ্গারামের। হয়তবা কোনও অনুষ্ঠানে দেখেছে কিংবা পত্র পত্রিকায়।

তবে তিনি যে দূরের যাত্রী নন বোঝা যাচ্ছিল তার হ্যাণ্ড ব্যাগ দেখে।

ইতিমধ্যে কামরা থেকে স্থানীয় অনেক যাত্রী নেমে যাবার ফলে, কামরা প্রায় খালিই হয়ে গিয়েছিল।

ভক্তদের পরামর্শে ব্রহ্মচারি এই কামরাতেই উঠে পড়ল এবং গঙ্গারামের সমুখেই এসে বসে পড়ল।

ভক্তদের মধ্যে শিষ্যার সংখ্যাই বেশি। ছুঁড়ি থেকে বুড়ি সবরকমই আছে। সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে গুরুর পদধূলি গ্রহণ করতে ব্যস্ত।

এদিকে ট্রেন ছাড়ারও সময় হয়ে এল।

ভক্তরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল 'জয়বাবা বটুকেশ্বর।'

গঙ্গারাম এতক্ষণ সবকিছুই নিরীক্ষণ করছিল। ট্রেন ছাড়ার পর সরব হল। বলল বাবাজী আপনার পুরা নামটা জানতে পারি কি?

বাবাজী গদগদ কণ্ঠে বলল, নিশ্চয়ই। আমার নাম বটুকেশ্বর দাস।

গঙ্গারাম মুচকি হেসে বলল, ঠিকই ধরেছি।

তার কানের কাছে মুখটা বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, ব্যাটা বাবাজী সেজেছ? মনে পড়ে ভীম ভবানী হাইস্কুলের কথা। ক্লাশ ফাইভে যখন পড়ি তুই ক্লাসে বিড়ি টেনেছিলিস। আমি মনিটর ছিলাম। চারু স্যারের আদেশে তোকে একুশবার কান ধরে ওঠ বোস করিয়েছিলাম!

বটুক আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে বুঝতে পেরেছি। দোহাই আর হৈ চৈ করিসনি। কামরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ভক্তই রয়েছে। এখুনি জানাজানি হয়ে যাবে।

যাহোক তোর কি খবর বল—

একথা সেকথা। শেষ পর্যন্ত বিয়ে প্রসঙ্গও উঠল।

গঙ্গারাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর বলিস নি। ব্যাটা তবলচি সঙ্গত করতে এসে বউটাকে ফুসলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

—বাবা! এই সেই ভদ্রলোক যে রোজ আমাকে ফলো করে—আজ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি—শিগ্‌গির একটা পুরুত ডাকো…

—টিকিটগুলো দিন দাদা!

—লজ্জা করে না, সতীশ জ্যাঠাকে দাদা বলছিস!

মামলা করলাম। তাও টিকল না। বিচারক বিচ্ছেদের পক্ষেই রায় দিল।

হঠাৎ বটুকের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বললে, হুম্ গজু মিত্র তো আমরাই শিষ্য। ও সম্প্রতি বিয়ে করেছে বটে।

তা একদিন এসে ওরা দুজনে আমাকে নমস্কারও করে গেল। তা ও যে তোর ঘর পালানো বউ তা কি করে জানব।

গঙ্গারাম বটুকের হাত ধরে বললে, এই পরাজয় আমি কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না। পারিস তো একটা ব্যবস্থা করে দে—

বটুক দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল দেখি কি করা যায়।

মেছেদায় বটুকের প্রধান আশ্রম।

আশ্রমে তার পঁয়ত্রিশতম জন্মদিন পালিত হচ্ছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে তার ভক্তবৃন্দরা সকলেই হাজির হয়েছে সেখানে।

গজু মিত্রও সস্ত্রীক উপস্থিত। বটুক সেখবর সংগ্রহ করে তাদের ডেকে পাঠাল তার ঘরে।

প্রণাম সেবে তারা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেই, বটুকেশ্বর বললে, জয়গুরু। তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে। হিমালয়বাসী আমার প্রধান গুরু শ্রী শ্রী গোবিন্দন পদপুরম আমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন।

তোমরা ইচ্ছে করলে তাঁর পদসেবা করতে পার। এ একটা

দুর্লভ সুযোগ বটে। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গজু বললে, গুরুদেব এজন্য কত সময় পাব—

বটুকেশ্বর বললে, ধর এক মিনিট। বরবটি সঙ্গে সঙ্গে করজোড়ে বললে, গুরুদের এ সুযোগ জীবনে আর আসবে কি না জানি না। একমিনিট নয়, কমপক্ষে অন্তত পাঁচ মিনিট সুযোগ দিন—

বন্ধুর নির্দেশমত গঙ্গরাম নকল সন্ন্যাসী সেজে পাশের ঘরে ধুপ ধুনা জ্বালিয়ে বসেছিল। সুমুখে যারা ছিল সকলেরই ভক্তিতে মাথা নত।

ওরা দুজনে ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে যথারীতি গুরুর পদসেবা শুরু করল।

অপমানের বদলা নিতে পেরে গঙ্গারামের ভালোই লাগছিল।

গঙ্গারামের পদসেবা করতে করতে হঠাত শ্রীমতি বরবটির চোখ পড়ল তার হাঁটুতে। উরুর বরাবর একটা দীর্ঘ ষ্টিচের দাগ উজ্জ্বল।

এই দাগটা তার খুবই চেনা। তার স্বামীর পায়েও অনুরূপ একটা দাগ ছিল। সাইকেল থেকে পড়ে তার হাঁটু ফ্যাকচার হয়ে গিয়েছিল।

সে চোখ তুলে তাকাল গঙ্গারামের মুখের দিকে। এ—কি! স্বয়ং গঙ্গারাম। সে তখন মুচকি মুচকি হাসছে নকল দাড়ির আড়ালে।

শ্রীমতি বরবটির চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু কিই বা করার আছে এই মুহূর্তে। সে নিজেই পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছে পদ সেবার জন্য।

এই মুহূর্তে বন্ধ করাও যায় না। গজুও ঘটনাটা বুঝে ফেলে বারবার তাকাচ্ছে তার মুখের দিকে। প্রাক্তন স্বামীর প্রতি এই ভক্তি দেখে গজুর প্রেম উবে গিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বাড়ী ফিরেই সে ফাইল করল বরবটির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা।

বরবটির তখন দুকুলই যায় যায়। সে আলুথালু বেশে ছুটে এলো বটুকেশ্বরের কাছে—আমার কি গতি হবে প্রভু?

বটুকেশ্বর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, কোনও চিন্তা নেই মা। সাধক গঙ্গারামই তোমায় তাঁর পায়ে ঠাঁই দেবেন।

অবশেষে আবার ডবল বিবাহ বিচ্ছেদ, গজুর সাথে বরবটির আর কাজললতার সাথে গঙ্গারামের (ডিমের কারণে)। আবার কাজলতার বদলে বরবটি গঙ্গারামের জীবনে। এবার প্রেম বেশ ঘনতর। কারণ মেঘের পরে রোদ্দুর নাকি খুব মিষ্টি।

—তুই ছিঁড়েছিস কম্যুনিস্টদের—আমি কংগ্রেসের।

—আমার প্রথম সৎবুদ্ধি হচ্ছে যে আপনি বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিট্‌মাট করে নিন···
—ইয়ে হুজুর, আপনার দ্বিতীয় সৎবুদ্ধিটা কি ?

সহজ সংস্কৃত

সুকুমার

SARAS CARTOON : AUGUST 1993 : PRICE : Rs. 5.00
REG. NO. RN 48276/90 : POSTAL REG. NO.WB/SC-304

শুনে হাসবেন না

পূজা সংখ্যা ৪৬-৪৭

সরস কার্টুন

অক্টোবর—নভেম্বর ১৯৯৩

মহালয়ার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে দাম ঃ পঁচিশ টাকা

কি কি থাকছে এবার ঃ

- ত্রৈলক্যনাথ থেকে শুরু করে বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত রস সাহিত্যিকদের ছবি ও পরিচিতি সহ রস রচনার অনবদ্য সংকলন চিরদিন সংগ্রহ করে রেখে দেবার মত।
- কার্টুনের চালচিত্র—সর্বভারতীয় কার্টুনের অসামান্য সংগ্রহ এবং তার ওপর থিসিসধর্মী রচনা যা আগে কখনো করা হয় নি। আপনার সংগ্রহশালার জন্য অমূল্য সম্পদ।
- বাংলাদেশের কার্টুন—ফিচারের অসাধারণ সংকলন যা আর কোনও পূজা সংখ্যায় পাবেন না।
- মহাভারতের পটভূমিকায় ছবিসহ অপূর্ব দত্তর অপূর্ব "ছড়ার কুরুক্ষেত্র"।
- এ ছাড়া অজস্র নতুন কার্টুন, হাসির গল্প, হাসিটুন, ম্যাজিকের মজা, ছড়া এসব তো থাকছেই।

এমন পূজা সংখ্যা বাজারে একটাই বেরোবে। কিনতে দেরী করলেই পস্তাবেন।

সরস কার্টুন কার্যালয় ঃ ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১ ফোন ঃ ৪২-৫৭৪৪

একমাত্র স্বত্বাধিকারী সুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক কেমব্রিজ লেসার প্রিন্ট, এফ-৫৫ দক্ষিণাপন, ২ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলিকাতা-৭০০ ০৬৮ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৬৯-জি, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১ হইতে প্রকাশিত। ফোন : ৪২-৫৭৪৪ সম্পাদক: সুকুমার রায় চৌধুরী